ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 099 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৯৯ ● কলকাতা ● ২৮ চৈত্র, ১৪৩২ ● রবিবার ● ১২ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

গণতন্ত্রের অন্ধকার প্রান্তে —জীবনতলার আতঙ্ক, এক সম্পাদকের লড়াই

নিজস্ব সংবাদদাতা:

ভোট আসে, প্রতিশ্রুতি আসে, নিরাপত্তার আশ্বাস আসে—কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে জমে থাকা ভয় কি কখনও সত্যিই কাটে? এ রাজ্যে আবারও সেই পুরনো প্রশ্ন মাথা তুলছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হয়েছে, রাজ্য প্রশাসন তৎপর—কাগজে-কলমে সবই আছে। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষ আজও আতঙ্কগ্রস্ত।

জীবনতলা থানার বিস্তীর্ণ এলাকায় সেই আতঙ্ক যেন এক অদৃশ্য ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভোটের আগে থেকেই শুরু হয়েছে হুমকি, ভয় দেখানো, চুপ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। মানুষ জানে—ভোটের দিন হয়তো কেটে যাবে, কিন্তু প্রকৃত ভয় লুকিয়ে আছে ভোট-পরবর্তী সময়ে। অতীত তার সাক্ষী—বাড়িঘর লুট, জমি দখল, মাছের ভেড়ি কেড়ে নেওয়া, বোমা-গুলি, এমনকি প্রাণহানির ঘটনাও।

এই অস্থির সময়ের কেন্দ্রে উঠে আসছেন এক মানুষ—দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। পেশায় সাংবাদিক, কিন্তু বাস্তবে তিনি যেন এক লড়াকু চরিত্র, যিনি কলম দিয়ে সত্য তুলে ধরার অপরাধে নিজেই হয়ে উঠেছেন টার্গেট।

বিগত দিনে একাধিকবার তাঁর পরিবার পড়েছে আক্রমণের মুখে। লুটপাট হয়েছে, প্রাণনাশের হুমকি এসেছে, এবং এখনও আসছে। অভিযোগের পাহাড় জমেছে জীবনতলা থানায়, কিন্তু ফলাফল—নীরবতা। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। অভিযোগ, থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছেন বিষয়গুলি।

মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে লিখিতভাবে সব জানিয়েছেন। তবুও নিরাপত্তা? নেই বললেই চলে। বরং উল্টে বাড়ছে হুমকি—"ভোটের পরে নাড়িভুড়ি বের করে দেওয়া হবে", "সব সম্পত্তি লুট করা হবে", "মাছের ভেড়ি দখল নেওয়া হবে"—এই ভাষাই এখন বাস্তব।

এ যেন কেবল একটি পরিবারের গল্প নয়—এ এক বৃহত্তর সংকটের প্রতিচ্ছবি। যেখানে গণতন্ত্র কাগজে থাকে, কিন্তু মাটিতে তার অস্তিত্ব প্রশ্নের মুখে। একজন সম্পাদক, যিনি সমাজের কথা বলেন, তাঁর পরিবার যদি নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটায়—তবে সাধারণ মানুষের অবস্থা কী?

প্রশ্ন উঠছে—নির্বাচন কি শুধুই ভোটগ্রহণের প্রক্রিয়া, নাকি মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়ও তার সঙ্গে জড়িত? কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও যদি ভয় না কাটে, যদি প্রশাসন নীরব থাকে—তবে সেই ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা কোথায়?

জীবনতলার এই ঘটনা যেন এক সতর্কবার্তা। গণতন্ত্রের ভিত তখনই মজবুত হয়, যখন সাধারণ মানুষ নিরাপদ বোধ করে। আর যখন সেই নিরাপত্তা ভেঙে পড়ে, তখন শুধু একজন সম্পাদক নয়—সমগ্র সমাজই বিপন্ন হয়ে পড়ে।

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের লড়াই তাই আজ ব্যক্তিগত নয়—এ এক বৃহত্তর প্রতিরোধের প্রতীক। তাঁর প্রশ্ন, তাঁর সংগ্রাম—আজ বহু মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠছে।

এখন দেখার, প্রশাসন কি সেই কণ্ঠস্বর শুনবে, নাকি নীরবতাই হয়ে থাকবে শেষ উত্তর।

পর্ব 258

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

গুরুদেবের আগুন জ্বালানোর নিপুণতা ছিল। তিনি দুই চকমকি পাথরের কাছে ঘাস রেখে আগুন জ্বালাতেন। আর এত সহজে জ্বালাতেন যে কখনও কখনও মতে হত-দুই পাথর থেকে স্ফুলিঙ্গ বেরোয়,

ক্রমশঃ

ফালাকাটা অমৃত ভারত স্টেশন কাজের গতি নিয়ে প্রশ্ন,রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

ফালাকাটায় অমৃত ভারত রেল স্টেশন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের গতি নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। ২০২৩ সালের অগস্ট মাসে জাঁকজমকপূর্ণভাবে এই প্রকল্পের সূচনা হলেও, প্রায় আড়াই বছর পেরিয়ে গেলেও কাজের অগ্রগতি অত্যন্ত ধীর বলে অভিযোগ উঠেছে। পুরনো স্টেশনের পরিকাঠামো ভেঙে ফেলা হলেও, নতুন নির্মাণে দৃশ্যমান গতি নেই-এমনই মত স্থানীয়দের।অভিযোগ, যাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এখনও গড়ে ওঠেনি। স্টেশনে প্রবেশ ও বেরোনোর উপযুক্ত রাস্তার অভাবে বিশেষ করে বয়স্ক, মহিলা ও শারীরিকভাবে অসক্ষম যাত্রীদের দুর্ভোগ চরমে। অস্থায়ী টিকিট কাউন্টার থাকলেও সামগ্রিক পরিষেবা অত্যন্ত সীমিত।এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও তীব্র হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সাধারণ সম্পাদক শুভব্রত দে দাবি করেন, দীর্ঘদিন ধরে আধুনিক স্টেশনের আশ্বাস দিয়ে যাত্রীদের ভোগান্তিতে ফেলা হচ্ছে। একই সময়ে শুরু হওয়া বহু স্টেশন চালু হয়ে গেলেও ফালাকাটায় কাজ থমকে রয়েছে। তিনি আরও জানান, এই অসম্পূর্ণ প্রকল্প এবং স্থানীয় বিজেপি বিধায়কের ব্যর্থতাকেই নির্বাচনী প্রচারে তুলে ধরা হচ্ছে।অন্যদিকে, কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মৃন্ময় সরকার বলেন, "ফালাকাটার রেল স্টেশন নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপি কেউই যথাযথ উদ্যোগ নেয়নি। অমৃত ভারত প্রকল্পের নামে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।" তিনি ভোটের পর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন।তবে বিজেপির পক্ষ থেকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। বিদায়ী বিধায়ক ও বর্তমান প্রার্থী দীপক বর্মনের বক্তব্য, "ভালো কাজ পেতে কিছুটা সময় লাগে। দ্রুতই ফালাকাটা স্টেশন বিশ্বমানের রূপ পাবে।উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হিসেবে ফালাকাটাকে অমৃত ভারত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। প্রায় ৩৩ কোটিরও বেশি টাকার এই প্রকল্পে কাজের ধীরগতিই এখন রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাকতলার বাড়িতে ইডি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শনিবার সকালে প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে তারা পার্থের নাকতলার বাড়িতে যায়। প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘন্টার বেশি সময় পার্থের বাড়ি ছিলেন ইডির আধিকারিকেরা। সূত্রের দাবি, এসএসসি মামলায় তাঁর বয়ান নেওয়া হয়েছে। অন্য দিকে, সুজিত বসুকেও তলব করেছিল ইডি। শনিবার ইডি দফতরে যান সুজিত-পুত্র সমুদ্র। কিন্তু ইডি সূত্রে খবর, সমুদ্রের কাছে অনুমোদনপত্র না-থাকায় তাঁর বক্তব্য গ্রাহ্য করা হয়নি। জানা গিয়েছে, সুজিত অসুস্থ বলে আসতে পারেননি।

সমুদ্রের বক্তব্য, ''ভোটের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর বাবাকে ইডি ডেকে পাঠিয়েছে। বাবা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন, তিনি বিগত দিনে তদন্তে সহায়তা করেছেন। আগামী দিনেও করবেন। তবে নির্বাচনের সময়টুকু তাঁকে ছাড় দেওয়া হোক। কিন্তু সে সব শোনা হয়নি। বাবার অনুমোদনপত্র নিয়ে আমরা দেখা করতে এসেছিলাম। আমাদের নথি তাঁরা নিয়েছেন, কিন্তু আমাকে ভেতরে ডাকা হয়নি। বলা হয়েছে, আমার সঙ্গে কথা বলা হবে না।''প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ফের

এরপর ৩ পাতায়

১০০০ কোটির ডিল নিয়ে কী বলছেন নওশাদ?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নির্বাচনের আবহে এবার নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকী। শুক্রবার হুগলির খানাকুলে বাম সমর্থিত আইএসএফ প্রার্থী সাদ্দাম হোসেনের সমর্থনে একটি বিশাল রোড-শোয়ে অংশ নেন তিনি। সেখান থেকেই তিনি দাবি করেন, নির্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে তৃণমূল এবং বিজেপি আসলে 'সেটিং'-এর রাজনীতি করছে।সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া হুমায়ুন কবীরের '১০০০ কোটির ডিলের' ভিডিয়ো নিয়েও মুখ খোলেন নওশাদ। তাঁর সাফ কথা, "ওই ভিডিয়োর সত্যতা যদি প্রমাণিত হয়, তবে বাংলার মানুষ কোনওভাবেই এই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতাকে ক্ষমা করবে না।" তাঁর মতে, সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে যারা দরাদরি করে, তাদের জায়গা বাংলার মাটিতে হবে না। এদিন খানাকুলের রাজহাটি থেকে রামপ্রসাদ পর্যন্ত দীর্ঘ পথজুড়ে সাদ্দাম হোসেনের সমর্থনে হুডখোলা গাড়িতে রোড-শো করেন নওশাদ সিদ্দিকী। মিছিলে কর্মী-সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।এদিন প্রচার চলাকালীন নওশাদ সিদ্দিকি বলেন, "বিজেপি এবং তৃণমূল মিলে নির্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে এক অদ্ভুত খেলা খেলছে। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি যা তৈরি হয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষ নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছেন। আমার

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

১০০০ কোটির ডিল নিয়ে কী বলছেন নওশাদ?

ভয় হচ্ছে, জনগন শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনকেই বয়কট না করে দেয়!"

২০২১-এর নির্বাচনের তুলনায় এবারের সমীকরণ যে অনেকটাই আলাদা, তা নওশাদের বক্তব্যে স্পষ্ট। তিনি দাবি করেন, "গত বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ আমাদের ঠিকমতো বুঝতে পারেনি। কিন্তু এবার চিত্রটা বদলে গিয়েছে। তৃণমূলের দুর্নীতি আর বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে বাঁচতে মানুষ এখন বিকল্প খুঁজছে। এবার গোটা রাজ্যে বাম ও আইএসএফ জোটের প্রার্থীরা অনেক বেশি আসনে জয়লাভ করবেন।" প্রসঙ্গত, শেষ বিধানসভা নির্বাচনে বাম-কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল আইএসএফ। তৈরি হয়েছিল সংযুক্ত মোর্চা। যদিও মোর্চার একমাত্র নয়নের মণি হয়ে মুখ রক্ষা করেছিলেন শুধু নওশাদ। জিতেছিলেন ভাঙড় থেকে। তবে এবার ভাঙড়ের লড়াইটা যে আরও শক্ত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

(২ পাতার পর)

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাকতলার বাড়িতে ইডি

হানা দিল ইডি। শনিবার সকালে প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে ইডি পার্থের নাকতলার বাড়িতে যায়। প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার বেশি সময় পার্থের বাড়ি ছিলেন ইডির আধিকারিকেরা। সূত্রের দাবি, এসএসসি মামলায় তাঁর বয়ান নেওয়া হয়েছে।

জামিন পাওয়ার পর একাধিক বার তাঁকে ইডি ডেকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু পার্থ হাজিরা দেননি বলে অভিযোগ। প্রতি বারই তিনি অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন। মনে করা হচ্ছে, সেই কারণেই এ বার পার্থকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যায় কেন্দ্রীয় সংস্থা। একই সঙ্গে ইডির একটি দল পৌঁছে গিয়েছে নিউ টাউনে প্রসন্ন রায়ের দফতরেও। নিয়োগ মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত 'মিডলম্যান' এই প্রসন্ন। তাঁর বাড়িতেও ইডি গিয়েছে বলে খবর।

নাকতলার বাড়ি থেকেই ২০২২ সালে নিয়োগ মামলায় পার্থকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। শনিবার বেলা ১১টার কিছু আগে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে ইডির একটি দল সেখানে পৌঁছোয়। সূত্রের খবর, এসএসসি মামলায় পার্থকে বার বার তলব করা হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় কেন্দ্রীয় সংস্থা। কিন্তু পার্থ জানিয়েছিলেন, তিনি অসুস্থ। প্রয়োজনে ইডি ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। বাড়িতে এসেও জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে বলে ইডিকে জানিয়েছিলেন পার্থ। মনে করা হচ্ছে, তার পরেই নাকতলায় হানা দিল ইডি।

নাকতলায় পার্থের বাড়ির সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে তিনটি গাড়িতে পৌঁছোয় ইডির দল। বাড়ি ঘিরে ফেলেন জওয়ানেরা। ধারেকাছে কাউকে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি। সূত্রের খবর, পার্থ বাড়িতেই ছিলেন। কেন ভোটের মুখে নিয়োগ মামলায় ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে ইডি, স্পষ্ট নয়। 'মিডলম্যান' প্রসন্ন পার্থের ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত। তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল।

নিয়োগ মামলায় তিন বছরেরও বেশি সময় জেল খেটেছেন পার্থ। তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে ৫০ কোটিরও বেশি নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়েছিল। ইডির একাধিক চার্জশিটে পার্থ, প্রসন্নের নাম রয়েছে। এই সংক্রান্ত মামলায় পার্থের নাম জড়ানোর পর তৃণমূল তাঁর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে। তাঁকে দল থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়। খাতায়কলমে পার্থ এখনও বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক। তবে এ বার আর ওই কেন্দ্র থেকে তাঁকে টিকিট দেয়নি তৃণমূল। বরং বেহালা পশ্চিমে লড়ছেন রত্না চট্টোপাধ্যায়।

গত কয়েক দিন ধরেই কলকাতায় ইডি সক্রিয়। পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যে একাধিক বার রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু এবং রথীন ঘোষকে তলব করা হয়েছে। তবে তাঁরা এখনও হাজিরা দেননি। জমি সংক্রান্ত মামলায় শহরের কিছু ব্যবসায়ীর বাড়িতেও ইডি হানা দিয়েছে। সূত্রের খবর, ভোটের আগে বেআইনি আর্থিক লেনদেন ঠেকাতে চায় কেন্দ্রীয় সংস্থা। তার জন্যই বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলছে। এ বার তাদের নজরে ফের পার্থ।

অন্য দিকে, সুজিত বসুকেও তলব করেছিল ইডি। শনিবার ইডি দফতরে যান সুজিত-পুত্র সমুদ্র। কিন্তু ইডি সূত্রে খবর, সমুদ্রের কাছে অনুমোদনপত্র না-থাকায় তাঁর বক্তব্য গ্রাহ্য করা হয়নি। জানা গিয়েছে, সুজিত অসুস্থ বলে আসতে পারেননি।

প্রথম দফার ভোটের আগেই বঙ্গ সফরে জ্ঞানেশ ভারতী, খতিয়ে দেখবেন ভোট প্রস্তুতি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রথম দফার নির্বাচনের বাকি আর মাত্র ১১ দিন! ভোট রয়েছে আগামী ২৩ এপ্রিল। এরমধ্যেই এসআইআর-সহ একাধিক ইস্যুতে প্রশ্নের মুখে নির্বাচন কমিশন। এই পরিস্থিতিতে আগামী সপ্তাহেই রাজ্যে আসছেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী-সহ কমিশনের আধিকারিকরা। ঘরে বসে নয়, সরাসরি মাঠে নেমে ভোটের প্রস্তুতি তাঁরা খতিয়ে দেখবেন বলে খবর।অন্যদিকে, গত কয়েকদিন আগেই বিচারাধীন সকল ভোটারের নাম নিষ্পত্তি হয়েছে। যুক্তর পাশাপাশি ডিলিট হয়েছে অনেকের নাম। আগেই সেই সংক্রান্ত সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। এবার 'বিচারাধীন' গেরো কাটিয়ে চূড়ান্ত তালিকায় যোগ্যদের নাম জোড়ার কাজ শুরু করেছে কমিশন। প্রকাশিত হচ্ছে বুথভিত্তিক চূড়ান্ত তালিকা। জেলায় জেলায় সেই তালিকা পাঠানো শুরু হয়েছে। অনলাইনেও নতুন তালিকা ডাউনলোড করা যাবে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে।সেই মতো রাজ্যে পা রেখেই প্রথমে দুর্গাপুরে পৌঁছবেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী-সহ কমিশনের আধিকারিকরা। জানা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গেও কমিশনের একটি টিমের যেতে পারে।

আগামী সপ্তাহেই রাজ্যে আসছেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান হলেন বাঙালি মহিলা

আইপিএস দময়ন্তী সেন। তিনি কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে প্রথম মহিলা গোয়েন্দা প্রধান। ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে আইপিএস দময়ন্তী সেনকে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া দিয়েছিল তৃণমূল সরকার। কেন? দময়ন্তী পার্ক স্ট্রিটের ঘটনাকে 'সাজানো ঘটনা' বলে সিলমোহর দেননি।পুলিশ মহলের মতে,বেশিরভাগ সময় সিআইডির মত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কাজ করায় দুঁদে গোয়েন্দা হিসেবেই তাঁর পরিচয় রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ মামলার তদন্তে তাঁর 'পেপার ওয়ার্ক' বিভিন্ন আদালতে সরকারের মুখ বাঁচিয়েছে বহুবার। তা সে রাজ্যের হাতে থাকা শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি হোক কিংবা গরু পাচার ঘটনার তদন্ত। সোমাকে নিয়ে ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশ মহলে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা। অনেকেই যেমন আশা করছেন দীর্ঘদিন খালি থাকা গোয়েন্দা প্রধান পদ এবার যোগ্য অফিসারের হাতে গিয়েছে। অনেকে আবার মনে করছেন দময়ন্তী সেনের জায়গা নিতে পারবেন তো সোমা?

যে সময় সোমা দাস মিত্রকে কলকাতা পুলিশের এরকম গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়ে আসা হল, সেই নির্বাচনের আগে কোনও বদলিতেই সরকারের হাত থাকে না। নির্বাচন মিটলে নতুন সরকার দায়িত্ব নেবে। তখন কি সোমা নিজের পদে বহাল থাকবেন নাকি দয়মন্তীর মতোই...।যা নাকি পছন্দ হয়নি সরকারের। সেই কারণেই তাঁকে সরতে হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। তারপর থেকে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান পদে আর কোনও মহিলাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। অবশেষে শনিবার নির্বাচন কমিশন ১২ জন পুলিশকর্তাকে বদলি করেছে। তার মধ্যে নজর কেড়েছে কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি ক্রাইম পদটি। কেন?

কমিশনের নির্দেশে আইপিএস (IPS) সোমা দাস মিত্রকে ডিআইজি সিআইডি পদ থেকে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান পদে নিয়ে আসা হয়েছে। ২০১২ সালের এপ্রিলের পর ২০২৬ সালের এপ্রিল মাস, কলকাতা পুলিশ পেল নতুন মহিলা গোয়েন্দা প্রধান। হালিশহরের সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে সোমা। ২০০০ সালের WBPS অফিসার। ২০০৬ সালেই আইপিএস হন। চাকরি জীবনে বেশিরভাগ সময় তিনি সিআইডি'তেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। সিআইডিতে ডিএসপি পদে নারী পাচার বিরোধী বিভাগে কাজের জন্য সুনাম কুড়িয়েছিলেন। সম্প্রতি সন্দেশখালির ঘটনায় গঠিত দশ সদস্যের কমিটিতেও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চৌত্রিশতম পর্ব)

নামে এক সুফি ফকিরের কন্যা। ইব্রাহিম সুদূর আরব দেশের মদিনা থেকে আসেন বাংলায়। সঙ্গে আসেন তাঁর দুই স্ত্রী। ইব্রাহিমের প্রথম স্ত্রী গুলাল বিবি তাঁর সতীনের প্ররোচনায় সুন্দরবনে পরিত্যক্ত হন। সুন্দরবনের জঙ্গলে গুলাল বিবির গর্ভে আরবদুহিতা বনবিবি ও তাঁর ভাই শাহ জঙ্গলী জন্ম নেন। জন্মের পর থেকেই বনবিবির ঐশ্বরিক ক্ষমতার কথা সারা সুন্দরবনে প্রচারিত হয়ে যায়।আজও জঙ্গলের পশুপাখি থেকে মানুষ সবাই বনবিবির বশ হয়ে যায়। এ দিকে, যশোরের ব্রাহ্মণনগরের রাজা মুকুট

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

প্রথম দফার ভোটের আগেই বঙ্গ সফরে জ্ঞানেশ ভারতী, খতিয়ে দেখবেন ভোট প্রস্তুতি

জ্ঞানেশ ভারতী-সহ কমিশনের আধিকারিকরা। ঘরে বসে নয়, সরাসরি মাঠে নেমে ভোটের প্রস্তুতি তাঁরা খতিয়ে দেখবেন বলে খবর।

প্রথম দফায় আগামী ২৩ এপ্রিল ভোট হবে উত্তরবঙ্গ-সহ রাজ্যের ১৫২টি আসনে। তার আগেই ময়দানে নামছে কমিশন। জানা যাচ্ছে, সোমবার রাজ্যে আসবেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী-সহ কমিশনের আধিকারিকরা। বাংলায় পা রেখেই প্রথমে দুর্গাপুরে যাবেন তাঁরা। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুর পৌঁছেই প্রথমে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গেও বৈঠকের কথা রয়েছে। দুর্গাপুরের পাশাপাশি দুই বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, কলকাতা এবং দুই ২৪ পরগনাতেও ভোট প্রস্তুতি জ্ঞানেশ ভারতী-সহ কমিশনের আধিকারিকরা খতিয়ে দেখবেন। অন্যদিকে, কমিশনের আরেকটি দল আলিপুরদুয়ার থেকে কোচবিহার হয়ে জলপাইগুড়িতে যাবেন বলে জানা যাচ্ছে। এমনকী দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়েও যাবেন তাঁরা। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গেও বৈঠকে বসার কথা রয়েছে নির্বাচনী আধিকারিকদের।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, প্রায় সর্বত্রই তিনি আদিত্যদের সঙ্গে এবং আদিত্যজননী হিসেবেই উল্লিখিত; স্বতন্ত্রভাবে তাঁর কথা মাত্র দু-একবারই পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ক্যানিংয়ে রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত—

নিজস্ব সংবাদদাতা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র ঘিরে এবার নির্বাচনী লড়াইয়ে তৈরি হয়েছে এক ভিন্ন মাত্রার উত্তেজনা। ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে যে এই কেন্দ্রের লড়াই হতে চলেছে হাড্ডাহাড্ডি। এরই মধ্যে বড় রাজনৈতিক চমক হিসেবে সামনে এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে একাধিক নেতার বিজেপিতে যোগদান। শৈবাল লাহিড়ী-সহ বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা তৃণমূলের হুমকি-চাপ উপেক্ষা করে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখানোয় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে।

নতুন দলে যোগ দিয়েই তাঁরা থেমে থাকেননি। ইতিমধ্যেই ক্যানিং পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত বর্পনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জোরকদমে প্রচারে নেমে পড়েছেন তাঁরা। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রচারে সাধারণ মানুষের সাড়া চোখে পড়ার মতো বলেই দাবি বিজেপি শিবিরের। তাদের মতে, এই যোগদান কেবল দলবদল নয়, বরং ক্যানিংয়ের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় এক বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে।

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসও নিজেদের শক্তি প্রদর্শনে পিছিয়ে নেই। তাদের প্রার্থীর প্রচারেও ভিড় লক্ষণীয়, জনসংযোগ কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ যথেষ্ট বলেই দাবি শাসকদলের। ফলে দুই পক্ষেরই প্রচারে জনসমাগম কার্যত সমানতালে এগোচ্ছে, যা এই কেন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে আরও তীব্র করে তুলেছে।

স্থানীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ক্যানিং পশ্চিমে এবারের নির্বাচন শুধুমাত্র দুই দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সম্মান ও প্রভাব বিস্তারের লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। দলবদল, প্রচারের তীব্রতা এবং জনসমর্থনের প্রতিযোগিতা— সব মিলিয়ে ক্যানিং যেন এখন রাজনৈতিক উত্তাপের কেন্দ্রবিন্দু।

সবশেষে, এই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে কে এগিয়ে থাকবে, তার চূড়ান্ত রায় দেবে সাধারণ মানুষই। আগামী ৪ মে ভোটের ফলাফলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে ক্যানিং পশ্চিমের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কোন দিকে মোড় নেবে।

হুমায়ুনের ফোনে শুভেন্দুর ফোন আসত', বিস্ফোরক দাবি দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির

নিজস্ব সংবাদদাতা

হুমায়ুন কবীরের একটি ভিডিও ফাঁস হয়ে গিয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্য-রাজনীতি তোলপাড় হয়ে গিয়েছে ওই ভিডিও'র জেরে। স্টিং অপারেশনে ফাঁস হওয়া ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই হুমায়ুন কবীর দাবি করেন, ভিডিও'টি এআই দ্বারা নির্মিত। তৃণমূল কংগ্রেস তা নিয়ে চাপ বাড়াতে শুরু করলে ডিগবাজি খান খোদ আমজনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর।আবার আজই বিস্ফোরক দাবি করলেন পীরজাদা খোবায়েত আমিন। বসিরহাট মাওলানাবাগ দরবার শরীফে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে আমিন দাবি করেন, 'আমি দীর্ঘদিন ধরে সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে জড়িত। একটি সমাজসেবী সংগঠনের সেক্রেটারিও আমি। জনতা উন্নয়ন পার্টিতে আমি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিলাম না। আমজনতা উন্নয়ন পার্টি যেভাবে এগোচ্ছিল তা আমরা মেনে নিতে পারছিলাম না। পরোক্ষভাবে হুমায়ুন কবীর মুসলিমদের ধোঁকা দিচ্ছিলেন। তাই জনতা উন্নয়ন পার্টি আমি ছেড়ে দিলাম। বিরোধী দলনেতার ফোন হুমায়ুন কবীরের ফোনে আসত। সেটা আমি দেখেছি। যে বিরোধী দলনেতা মুসলিমদেরকে চ্যাঙদোলা করে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার কথা বলে তার ফোন যখন আসত তখন আমি জিজ্ঞেস করতাম। হুমায়ুন বলতেন এটা সৌজন্যের ফোন। আদতে এসবের মধ্যে বিজেপির সঙ্গে যে একটি অভিসন্ধি তৈরি হয়েছিল বলে আমি মনে করছি।'শুধু তাই নয়, ওই ভিডিও এআই দিয়ে তৈরি বলে সওয়াল করেন নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। কার্যত এভাবেই হুমায়ুনের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। অথচ শুভেন্দুর ফোন আসতে দেখেছেন হুমায়ুন কবীরের ফোনে বলে দাবি করলেন দলত্যাগ করা আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রাক্তন রাজ্য

এরপর ৬ পাতায়

রাশিয়া-সৌদির চেয়েও বেশি তেল আমাদের কাছে আছে', হুঙ্কার ট্রাম্পের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পাকিস্তানে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়ার আগেই নানা জটিলতায় আটকে গেছে। পারস্পরিক অবিশ্বাস এতটাই গভীর যে, কূটনৈতিক উদ্যোগগুলো কার্যকর হওয়ার আগেই তা অনিশ্চয়তার মুখে পড়ছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জোরালো দাবি করেছেন, বিশ্বের প্রধান তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর সম্মিলিত মজুদের চেয়েও বেশি তেল আমেরিকার হাতে রয়েছে এবং তারা বৈশ্বিক বাজারে সরবরাহ বাড়াতে প্রস্তুত।এদিকে, পাকিস্তানে অবস্থান করেও মার্কিন প্রতিনিধিদল ইরানের সঙ্গে সরাসরি বৈঠকে বসতে পারেনি। ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ও জ্যারেড কুশনারের নেতৃত্বে আসা দলটি আলাদা আলাদা বৈঠকে ব্যস্ত থাকলেও মূল আলোচনার অগ্রগতি এখনও শূন্যের কোঠায়। ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি স্পষ্ট জানিয়েছেন, আস্থার অভাবেই তারা আলোচনায় অংশ নিতে অনিচ্ছুক। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাকিস্তান ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের প্রস্তাব দিলেও ইরান কিছু কঠোর শর্ত সামনে এনেছে। এর মধ্যে রয়েছে লেবাননে ইজরায়েলি হামলা বন্ধ, আটকে থাকা ইরানি সম্পদ মুক্ত করা এবং বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করা। অন্যদিকে, ওয়াশিংটন এখনও তার কঠোর অবস্থানে অনড় থেকে এসব দাবির প্রতি সাড়া দিতে নারাজ।ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে-র এক বার্তায় জানান, বিপুল সংখ্যক খালি সুপার ট্যাঙ্কার ইতিমধ্যেই আমেরিকার উপকূলের দিকে রওনা দিয়েছে, যেগুলো বিশ্বের সেরা মানের 'মিষ্টি' তেল ও গ্যাস বোঝাই করার অপেক্ষায়। তিনি আরও বলেন, আমেরিকা শুধু পরিমাণেই নয়, গুণগত মানেও অন্য সব তেল অর্থনীতিকে ছাড়িয়ে গেছে।

(৫ পাতার পর)

হুমায়ুনের ফোনে শুভেন্দুর ফোন আসত', বিস্ফোরক দাবি দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির

সভাপতি পীরজাদা খোবায়েব আমিন।

এদিকে হুমায়ুনের ওই ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তাতে চাপ আরও বাড়তে শুরু করেছে। বাধ্য হয়ে আজ নির্বাচনী সভা থেকে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দাবি করেছেন, ওইরকম ভিডিও এআই দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বানাতেই পারে। আর এই মন্তব্য করেই খোদ প্রধানমন্ত্রী বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। কারণ এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বলার দরকার ছিল না। আগ বাড়িয়ে কার্যত হুমায়ুনকেই সমর্থন করলেন মোদি। তাহলে কি সত্যিই প্রধানমন্ত্রী জড়িত? উঠছে প্রশ্ন। এই আবহে শুক্রবার আমজনতা উন্নয়ন পার্টি ত্যাগ করেন পীরজাদা খোবায়েব আমিন। রাজ্য সভাপতির পদ থেকে তিনি ইস্তফা দিয়ে জানিয়ে দেন, আমজনতা উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে তার আর কোনও যোগ রইল না।

অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের তোপ, আত্মরক্ষার জন্যই আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরকে 'সমর্থন' করছেন প্রধানমন্ত্রী। আজ, শনিরার সাংবাদিক বৈঠক করে কুণাল ঘোষ বলেন, 'ডিলের ভিডিও ফাঁস হওয়ার পর যেখানে হুমায়ুনের দল থেকে একের পর এক নেতৃত্ব ইস্তফা দিচ্ছেন, সেখানে তাঁর দলে মুখপাত্র পদে যোগ দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। যেভাবে তিনি হুমায়ুনকে ডিফেন্ড করতে নেমেছেন, তাঁর থেকে প্রমাণিত যে ১০০০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারির অভিযোগের ভিত্তি রয়েছে। এটার তদন্ত দরকার।'

বীরভূমে আধিকারিকদের কড়া বার্তা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রামপুরহাট: বীরভূম জেলায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। শুক্রবার রাতে রামপুরহাটে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে জেলার বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, মহকুমা শাসক, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এবং বিভিন্ন থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা।মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আশ্বাস দিয়েছেন, বীরভূম জেলার পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা হলে এখানে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব। প্রশাসন ও পুলিশের সক্রিয় ভূমিকার মাধ্যমেই শান্তিপূর্ণ ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।বৈঠকে মনোজ আগরওয়াল স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, নির্বাচনের সময় কোনও ধরনের অনিয়ম বা বেআইনি কাজ বরদাস্ত করা হবে না। তিনি বলেন, ভোটের সময় যেন কোনও ভয়ভীতি, হুমকি, প্রলোভন বা হিংসার ঘটনা না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে ভোটের দিনে বুথ দখল বা ভোটদানে বাধা দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক আধিকারিক এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে। যেখানে ভালো কাজ হবে সেখানে পুরস্কার দেওয়া হবে, আর যেখানে গাফিলতি বা অনিয়ম দেখা যাবে সেখানে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই বার্তাই তিনি স্পষ্ট ভাষায় সকলকে বুঝিয়ে দেন। তিনি বলেন,"যেখানে পুরস্কার দেওয়ার পুরস্কার দেবে যেখানে ওষুধ দেওয়ার ওষুধ দেবে"। বীরভূম জেলার সমস্ত আধিকারিকদের কড়া বার্তা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের।

সিনেমার খবর

‘মনে হচ্ছে, মা হওয়ার পরে যেন বাঘিনী হয়ে উঠেছি’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গ্ল্যামার নায়িকার খোলস থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন কিয়ারা আদভানি। চাইছেন অভিনয়ে প্রতিনিয়ত নিজেকে নতুনরূপে তুলে ধরার। অথচ অভিনয় ক্যারিয়ারের শুরুতে এ ধরনের চিন্তাভাবনা একেবারেই ছিল না এই বলিউড তারকার। হঠাৎ কীভাবে এতটা বদলে গেলেন? এই প্রশ্নই এখন নেটিজেনদের অনেকের মুখে। আর সেসব অনুরাগীদের জন্য কিয়ারা খোলাসা করেছেন তাঁর চিন্তাভাবনা বদলে যাওয়ার কারণ।

আনন্দবাজারসহ ভারতের একাধিক সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেছে, এ বছর কিয়ারা প্রতীক্ষিত সিনেমাগুলোর অন্যতম একটি হলো ‘টক্সিক: এ ফেয়ারিটেল ফর গ্রোন-আপ্স’। এরই মধ্যে এই সিনেমার ঝলক সাড়া ফেলেছে দর্শকের মাঝে। যেখানে দেখা গেছে, অভিনেতা যশের কোলে বসে রয়েছেন কিয়ারা। অভিনেতার হাতে চুরুট। অন্যদিকে কিয়ারার চোখেমুখে নেই অতীতের সেই কমনীয়তার ছাপ। এ যেন অন্য এক কিয়ারা। অনেকে যখন এ নিয়ে কথা বলা শুরু করেছেন, তখন কিয়ারা আর কোনো কিছু গোপন রাখেননি। জানিয়েছেন, এমন কিছু চরিত্রের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন তিনি। বেরিয়ে আসতে চাইছেন পুরোনো সেই গ্ল্যামার নায়িকার ইমেজ থেকে।

বলেছেন, ‘আমি আগের সেই মানুষটি নেই। মাতৃত্ব আমাকে পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। মনে হচ্ছে, মা হওয়ার পরে যেন বাঘিনী হয়ে উঠেছি। এই পৃথিবীর কোনো কিছুকেই গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। কখনও আবার সবকিছু খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।’

তাঁর কথায়, এই যে ভাবনার বদল, তা থেকে অভিনেত্রী হিসেবে নতুনভাবে পথচলার শুরু। আগামীতেও এই ভাবনা নিয়ে কাজ করতে চান। আর অভিনয়ে ঠিক কোন ধরনের কাজকে প্রাধান্য দিতে চান, তার একটি উদাহরণ হতে পারে ‘টক্সিক: এ ফেয়ারিটেল ফর গ্রোন-আপ্স’ সিনেমাটি।

তীব্র সমালোচনার মুখে করণ জোহর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের প্রভাবশালী নির্মাতা ও প্রযোজক করণ জোহর সম্প্রতি তীব্র সমালোচনা ও বিতর্কের মুখে পড়েছেন। অভিযোগ উঠেছে, অভিনেত্রী অনন্যা পাণ্ডের সঙ্গে একটি প্রচারণা অনুষ্ঠানে তিনি ‘আপত্তিকর’ আচরণ করেছেন।

ঘটনাটি ঘটে ‘কল মি বে’ ওয়েব সিরিজের দ্বিতীয় সিজনের প্রচারে। ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, অনন্যা কথা বলার সময় করণ আচমকা তার পেছনের অংশে হাত দেন। এতে অনন্যা কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেও দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে স্বাভাবিকভাবে হাসিমুখে পোজ দেন।

ভিডিওটি সামাজিকমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর অনেকেই করণের এই আচরণকে অনুচিত ও অস্বস্তিকর বলে সমালোচনা করেছেন। অনেকের মতে, করণের মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে এমন আচরণ প্রত্যাশিত নয়।

এটাই প্রথম নয়—এর আগেও আরেকটি অনুষ্ঠানে অনন্যার কোমরে করণের হাত দেওয়ার একটি ভিডিও প্রকাশ পায়, যেখানে অনন্যা সেটি সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় সমালোচকরা তার আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন।

তবে এই বিতর্ক নিয়ে এখনো পর্যন্ত করণ জোহর বা অনন্যা পাণ্ডে কেউই কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেননি।

উল্লেখ্য, ‘কল মি বে’ সিরিজটি অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং এর দ্বিতীয় সিজনের কাজ চলছে। নতুন সিজনে অনন্যার সঙ্গে শ্রুতি হাসানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

টালিউড নিয়ে হতাশা ও কষ্টের কথা জানালেন অপর্ণা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টালিউড ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে গিয়ে নির্মাতারা নানা প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়ছেন—এমন অভিযোগ নতুন নয়। এর জেরে নির্মাতাদের স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতা বিঘ্নিত হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন অনেকে। তবে সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বিকল্প দিশা দেখাচ্ছেন কেউ কেউ।

এ বিষয়ে খোলামেলা মত দিয়েছেন অভিনেত্রী-নির্মাতা অপর্ণা সেন। তার মতে, অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ সৃজনশীলতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এদিকে প্রথাবহির্ভূত প্রচারণায় নজর কেড়েছে প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য পরিচালিত ‘নধরের ভেলা’। সিনেমাটি নিয়ে পরিচালক প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য নিজেই স্টেশন, বাসস্ট্যান্ডসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলেও কলাকুশলীদের পাশে নিয়ে বিক্রি করেছেন টিকিট। এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগে দর্শক টানতেও সফল হয়েছে সিনেমাটি।

একইভাবে ভিন্নধর্মী নির্মাণ হিসেবে আলোচনায় এসেছে রঞ্জন ঘোষ পরিচালিত এবং অপর্ণা সেনের ‘অদম্য’। সিনেমাটি দর্শকের প্রশংসার পাশাপাশি সহশিল্পীদের কাছ থেকেও ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে। ‘অদম্য’ দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় থেকে আবীর চট্টোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতারা।

সম্প্রতি একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়ে ‘অদম্য’ নিয়ে প্রশংসা করেন অপর্ণা সেন। তার মতে, ছবিটি অতিরিক্ত অলংকরণ না করে বাস্তবতাকেই তুলে ধরেছে, যা দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

ইন্ডাস্ট্রির সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন এই নির্মাতা। তার ভাষ্য, “আমি অত্যন্ত ব্যথিত, দুঃখিত, লজ্জিত এবং ক্রুদ্ধ। ইন্ডাস্ট্রিকে যত ছেড়ে দেবে তত ফুলে-ফেঁপে উঠবে। যত নিয়ন্ত্রণ করবে, তত সমস্যা বাড়বে। আমাদের ইন্ডাস্ট্রি তো মুমূর্ষু অবস্থায় আছে। কেউ টাকা লগ্নি করতে চান না। মুম্বাইয়ে আমার বন্ধু-বান্ধব যারা আছেন তাদের কাছে টালিউডের কথা বললেই বলছেন, ‘ওখানে নানা নিয়ন্ত্রণ’। তখন মনে হয় আসলেই তো ঠিক। আমরা সমগ্র ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে হেরে যাচ্ছি।”

এছাড়া অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে নিষিদ্ধ করার অভিযোগ প্রসঙ্গেও অসন্তোষ জানান তিনি। তার মতে, এসব পদক্ষেপ শিল্পের জন্য ক্ষতিকর। একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, বিনিয়োগকারীরা আগ্রহ হারাচ্ছেন এবং বাইরের ইন্ডাস্ট্রিতেও টালিউড নিয়ে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হচ্ছে।

সব মিলিয়ে, বর্তমান পরিস্থিতিতে টালিউড একটি কঠিন সময় পার করছে বলেই মনে করেন অপর্ণা সেন।

রাজস্থানের জয়ের মাঝে বিতর্ক, ডাগ আউটে বসে ফোন ব্যবহার ম্যানেজারের!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ আইপিএল ঘিরে শুরু হয়ে গেল বিতর্ক। গতকাল ম্যাচ ছিল রাজস্থান রয়্যালস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। রাজস্থান এই ম্যাচ জিতেছে ৬ উইকেটে। মরসুমে প্রথমবার হারল আরসিবি। এরমধ্যেই এই ম্যাচ ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। বৈভব সূর্যবংশীর পাশে ডাগ আউটে বসে ফোন ঘাঁটতে দেখা যায় দলের টিম ম্যানেজার রোমি ভিন্ডারকে। এরপর থেকেই প্রশ্ন উঠছে বিসিসিআইয়ের নিয়মাবলী নিয়ে।

ম্যাচ চলাকালীন রোমির এই ফোন ঘাঁটাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্ন উঠছে, আদৌ এভাবে ডাগআউটে ফোন ব্যবহার করা কতটা যুক্তিসঙ্গত? ম্যাচ চলাকালীন রোমি ফোন ব্যবহার করছিলেন। পাশে বসেছিলেন বৈভব সূর্যবংশী। এই ছবি মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। এরপরেই শুরু হয়ে যায় বিতর্ক। অনেক সমর্থক প্রশ্ন করতে শুরু করেন, এই বিষয়ে কী বলছে বিসিসিআই? বিসিসিআইয়ের মতে, ডাগআউটে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা একদমই নিয়মবিরুদ্ধ। শুধু গুটিকয়েক অফিশিয়াল ছাড়া কেউ ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না। স্টেডিয়ামে ঢোকার সময়েই নিরাপত্তাকর্মীর কাছে ফোন জমা দিয়ে দেন ক্রিকেটাররা। সাপোর্ট স্টাফরাও ফোন বা কোনও ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করতে পারেন না। নিয়ম অনুযায়ী, টিম ম্যানেজার শুধু ড্রেসিংরুমেই ফোন ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু রোমি এই নিয়ম না মানায় দাবি উঠেছে, তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়। নিয়মে বলা হয়েছে, শুধু কিছু সদস্য ছাড়া কেউ ড্রেসিংরুমে ফোন ব্যবহার করতে পারবে না। টিম ম্যানেজার ড্রেসিংরুমে ফোন ব্যবহার করতে পারবেন। এর অন্যথা হলে দলকে সতর্ক করা হতে পারে বা জরিমানা করা হতে পারে।

যদিও ম্যাচের মধ্যে এই নিয়ে বিতর্ক হলেও মাঠে কোনও বিতর্ক হয়নি। প্রথমে ব্যাট করে ২০১ রান তুলেছিল আরসিবি। ২টি করে উইকেট পান আর্চার, বিষ্ণোই, ব্রিজেশ শর্মা। আরসিবির হয়ে ভাল খেলেছেন অধিনায়ক রজত পাতিদার ও ভেঙ্কটেশ আইয়ার। জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ওভার থেকেই মারকুটে ব্যাটিং শুরু করেন যশস্বী জয়সোয়াল ও বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ১৫ বলে অর্ধশতরান করেছেন বৈভব। তিনি করেছেন ২৬ বলে ৭৮ রান। ধ্রুব জুরেল করেছেন ৮৯ রান। অপরাজিত থেকেই ম্যাচ ফিনিশ করেছেন তিনি। এরফলে, টানা ৪ ম্যাচে জিতে এক নম্বরে রয়েছে রাজস্থান। কিন্তু ম্যাচের বাইরের এই ঘটনা উত্তাপ বাড়িয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

২০ বছর পর বিশ্বমঞ্চে চেক প্রজাতন্ত্র, কাঁদল ডেনমার্ক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ দুই দশকের অপেক্ষা, হতাশা আর লড়াইয়ের গল্প শেষে আবারও বিশ্বকাপে জায়গা করে নিল চেক প্রজাতন্ত্র। নাটকীয় এক ম্যাচে ডেনমার্ক-কে পেনাল্টি শুটআউটে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে তারা।

প্রাগের জেনেরেট অ্যারেনায় প্রায় ১৯ হাজার দর্শকের সামনে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল চেকরা। ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই পাভেল সুলচের গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা, আর তাতেই গ্যালারিতে আনন্দের বিস্ফোরণ ঘটে।

তবে সহজে হার মানেনি ডেনমার্ক। ম্যাচের ৭২তম মিনিটে ইয়াকিম অ্যান্ডারসনের গোলে সমতায় ফেরে তারা। এরপর ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে, যেখানে ১০০তম মিনিটে লাডিস্লাভ ক্রেচ আবারও এগিয়ে নেন চেক প্রজাতন্ত্রকে। কিন্তু নাটক তখনও বাকি ১১১ মিনিটে ক্যাসপার হগের গোল ডেনমার্ককে আবারও সমতায় ফিরিয়ে আনে।

১২০ মিনিট শেষে স্কোরলাইন ২-২ থাকায় ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণে যেতে হয় পেনাল্টি শুটআউটে। সেখানে স্নায়ুচাপে ভেঙে পড়ে ডেনিশরা। রাসমাস হজলুন্ড, অ্যান্ডার্স ড্রেয়ার ও ম্যাথিয়াস জেনসেন গোল করতে ব্যর্থ হন। একমাত্র সফল শটটি আসে ক্রিস্টিয়ান এরিকসনের পা থেকে।

অন্যদিকে চেক প্রজাতন্ত্র ছিল দুর্দান্ত আত্মবিশ্বাসী। থমাস ছোরি, থমাস সোউচেক, লাডিস্লাভ ক্রেচ ও মিচেল সাডিলেক সবাই নিখুঁত শটে গোল করে দলকে জয় এনে দেন।

এর আগে, প্লে-অফের সেমিফাইনালেও একই রকম নাটকীয়তা দেখিয়েছিল চেকরা। আয়ারল্যান্ড-এর বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকেও নির্ধারিত সময়ে ২-২ সমতা আনে তারা, পরে টাইব্রেকারে জয় তুলে নেয়।

টানা দুই ম্যাচে পেনাল্টির উত্তেজনা পেরিয়ে অবশেষে বিশ্বকাপে ফিরছে চেক প্রজাতন্ত্র। মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিতব্য আসরে গ্রুপ 'এ'-তে তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকবে দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং স্বাগতিক মেক্সিকো।

বলিভিয়াকে হারিয়ে ৪০ বছর পর বিশ্বকাপে উঠল ইরাক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মেক্সিকোর মন্টেরে শহরে অনুষ্ঠিত ইন্টার-কনফেডারেশন প্লে-অফে বলিভিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে ৪০ বছর পর ইরাক বিশ্বকাপে উঠেছে। শেষার্ধের বিজয়ী গোল করে দলকে জয় এনে দেন আয়মেন হুসেইন। এই জয় দিয়ে ইরাক কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত ২০২৬ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে ৪৮তম ও শেষ যোগ্য দল হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে।

ম্যাচের ১০ মিনিটে আলি আল হামাদি ইরাককে এগিয়ে দেন। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে মোইসেস পানিয়াগুয়ার গোলের মাধ্যমে সমতায় ফিরেছিল বলিভিয়া। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের ৫৩ মিনিটে সাবস্টিটিউট মার্কো ফারজির ক্রস থেকে আয়মেন হুসেইন দ্বিতীয় গোল করে জয় নিশ্চিত করেন। শেষের দিকে মোহানাদ আলি তৃতীয় গোল করার সুযোগ নষ্ট করেন।

ইরাক কোচ গ্রাহাম আর্নোল্ড বলেন, "খেলোয়াড়রা সত্যিই ইরাকি মানসিকতা দেখিয়েছে, লড়াই করেছে এবং নিজেদের শরীর রেখেছে। তাই আমরা জয়ী হয়েছি। বলিভিয়াকে পুরো ক্রেডিট দিতে হবে, তারা ভালো খেলেছে। আমাদের প্রতিরক্ষা দুর্দান্ত ছিল, তাই আমরা জয়ী হয়েছি।"

ইরাক এই গ্রুপে ফ্রান্স, নরওয়ে ও সেনেগালের সঙ্গে ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত বিশ্বকাপ খেলবে। এটি এশিয়ার নবম দল হিসেবে বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন। ইরাকের একমাত্র আগের বিশ্বকাপ উপস্থিতি ছিল ১৯৮৬ সালে মেক্সিকোতে, যেখানে তারা সব তিনটি গ্রুপ ম্যাচ হেরে ফেরে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR